দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ঢাবি এ্যালামনাই আলোকচিত্র প্রদর্শনী সমাপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শুক্রবার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। এ উপলক্ষে নানা আয়োজন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাজুড়ে। এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর ফ্রেমে ফ্রেমে মেলে ধরা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামের চিত্র। ১০০টি আলোকচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৯৫ বছরের পথচলার চালচিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীটির শিরোনাম ছিল '১০০ বছরের দ্বারপ্রান্তে সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তিন দিনের এ প্রদর্শনীর শেষ দিন ছিল শনিবার। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এ্যালামনাই ফ্লোরে শুরু হওয়া প্রদর্শনীটি শুক্রবার স্থানান্তরিত হয় ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি)। উন্মুক্ত প্রদর্শনী দেখতে সমাপনী দিন শনিবারও ভিড় জমান উৎসক দর্শনার্থীরা।

সংস্কৃতি সংবাদ

এদিন বিকেলে কথা হয় তেমনই এক দর্শক সানজিদা রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, পত্রিকার পাতায় এই আলোকচিত্রের খবর দেখে এখানে এসেছি। ছবিগুলো দেখে এক সময়ের প্রাচ্যের

(১৯ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ঢাবি এ্যালামনাই

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

অক্সফোর্ড খ্যাত এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসকে আরও নিবিড়ভাবে জানতে পারলাম। ছবিগুলোতে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন সাম্প্রতিক সময়ের বিবরণ উঠে এসেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ নানা আন্দোলন-সংগ্রামে এই প্রতিষ্ঠানের অনন্য ভূমিকার বয়ান মেলে ধরা হয়েছে এ প্রদর্শনীতে। তেমনিভাবে ভাল লেগেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নান্দনিক স্থাপনার চিত্র। আমার জানা ছিল না যে, এখনকার মধুর ক্যান্টিন ছিল ঢাকার নবাবদের জলসাঘর। ওই জলসাঘরের সঙ্গে মধুর ক্যান্টিনের ছবি পাশাপাশি দেখে জানতে পারলাম বিষয়টি।

শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে টিএসসির বারান্দায় এ প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আগতরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন প্রদর্শনী। স্মৃতিকাতর হয়ে পাশে থাকা বন্ধু কিংবা পরিবারের সদস্যের কাছে করেছেন ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। অনেকেই দুর্লভ এ আলোকচিত্রগুলো মুঠোফোনে ছবি তুলে নিয়েছেন।

প্রদর্শনীর বিষয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার বলেন, এ বছর ১০০টি আলোকচিত্র নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দুই বছরেও ১০০টি করে আলোকচিত্র নিয়ে আরও দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে সব আলোকচিত্র নিয়ে বড় করে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে বলেও জানান তিনি।

পিয়ারু আর্কাইভ ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া ১০০টি আলোকচিত্রের মাধ্যমে উঠে এসেছে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে দেশভাগ, বায়ান্নার ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক স্থাপনা।